আসরে অবসরে

মিতা নাগ

আটলান্টা এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা কর্মীদের বেড়া পেরোতে যাব, এমন সময় "স্টপ্! ডোন্ট মুভ! এভরিবডি স্টপ্! স্ট্যান্ড হোয়্যরেভার ইউ আর!" নিরাপত্তারক্ষীদের ভয়ানক চিৎকারে সন্ত্রস্ত যাত্রীরা নিথর মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে গেল। বেজে উঠল অ্যালার্ম, মুহূর্তে সব নীরব। হতচকিত হলাম। শুভেনদা, অর্থাৎ কলকাতার নামজাদা পারকাসনিষ্ট পন্ডিত শুভেন চট্টোপাধ্যায় আমাকে ইশারায় স্থির দাঁড়াতে বললেন। আমার এবারের সঙ্গীত সফরের যুগলবন্দী-সঙ্গী সরোদিয়া জয়দীপ ঘোষ কিছু বলতে চাইলে এক নিগ্রো নিরাপত্তাকর্মী মহিলা তাঁকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করলেন। ঠিক তিন-চার মিনিট। তারপর স্বাভাবিক ছন্দে বিমানবন্দর আবার গতিশীল। জানলাম—শুভেনদা ব্যাখ্যা করলেন, সন্ত্রাস-ত্রস্ত আমেরিকার বিমানবন্দরে থেকে থেকেই ইদানীং এই নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ হয়। কোনো সন্ত্রাসবাদী হামলার আঁচ পেলেই সমস্ত বিমানবন্দর এক নিমেষে স্তব্ধ করে সব বাইরের পথ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা, যাতে হামলাকারীরা কোথাও না কোথাও আটকে পড়ে।

কালঘাম ছুটেছিল লাস্ ভেগাসের উদ্দেশ্য বিমানে ওঠার আগে ঠিক এমানই নিরাপত্তা প্রশিক্ষণের গিনিপিগ হয়ে। বছর বারো পর সঙ্গীত সফরে গিয়ে দেখলাম আমেরিকার মানুষ যেন সদাই মরে ত্রাসে, এই বুঝি বর্গী আসে। প্রযুক্তি আধুনিকতার শিখরে পৃথিবীর অর্থনৈতিক - সাংস্কৃতিক গতিবিধির পথপ্রদর্শক এই দেশ ভিতরে ভিতরে যেন বিষের বায়ুতে ধুঁকছে। ঝাঁ চকচকে পরিকাঠামো, আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোনো পূর্ণতার অভাব নেই, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতের মোহময় মাধুর্যে তাদের প্রাণের রুদ্ধ আবেগ যেন সহস্রধারে ঝরে পড়তে চায়। এই স্বরমাধুর্য তাদের কোথাও যেন যন্ত্র থেকে মানুষ করে, ভৈরবীর সুরে সেতার সরোদের মূর্চ্ছনায় শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতীদের চোখের জলে গাল ভাসতে দেখে আমরা বারে বারে পুলকিত।

এক মাসের সময়সীমায় কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড ও ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় মোট ২০ টি শহরে ঝটিকা সফর। আসরে ও পথযাত্রায় কেটে গেছে বেশীর ভাগ সময়। তবু তারই মধ্যে প্রকৃতির মনোরম শোভা ও শহরের মানুষের সংস্কৃতি ও সৌন্দর্যবোধের বেশ কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আনন্দ কুড়ালাম এবারে পাশ্চাত্যে। দক্ষ হাতে লেখনী ধরার নিয়মিত অভ্যাস আমার নেই, তবু এমন অনেক অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে যা সঙ্গীত সাধনার ঐশ্বরিক দান। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেশ-দেশান্তরের মানুষের ভ্রাতৃত্ববন্ধনের মৈত্রীর এক অবারিত দ্বার খুলে দিয়েছে সঙ্গীত। তাই অনাত্মীয়-পরমাত্মীয়ের বিভেদ গেলো ঘুচে। আসরের ও আসরের বাইরের এক আশ্চর্য অনুভূতির সামান্য কিছু বৃত্তান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

কানাডা প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে ভ্যাঙ্কুভার (Vancouver) দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার রাজধানী শহর ভিক্টোরিয়া। শহরের এক প্রান্তে সমুদ্রের বিস্তৃত দিগন্তরেখা, অন্যদিকে সুদৃশ্য পাহাড়। ব্রিটিশ কলোনীর অন্তগর্ত এই "উদ্যান নগরী"-র সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, যেন ফুলের ছন্দে গাঁথা এক মালা। পৃথিবীর প্রথম কুড়িটি শ্রেষ্ঠ—শহরের মধ্যে ভিক্টোরিয়ার নাম। এখানকার নৌকা-ভ্রমণ ভ্রমণার্থীদের বিশেষ আর্কষণ। সাথে, বন্য ও সামুদ্রিক প্রাণী

সংরক্ষণ। বন্দর এলাকায় ঝাঁকে ঝাঁকে সীলমাছ আসে মানুষের হাত থেকে লাফিয়ে খাবার নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আবার ডুব দেয়। তাদের কল্লোলে বন্দর মুখর হয়ে থাকে। এখানকার অতি মনোরম নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের হাওয়াবদলের জনপ্রিয় নগর করে তুলেছে। ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সঙ্গীতানুরাগী দক্ষিণ ভারতীয় অধ্যাপকের পৃষ্ঠপোষকতায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে প্রতি বছর ভারতীয় সঙ্গীতের আয়োজন হয় বছরে তিন থেকে চারবার। অতিথিবৎসল এই অধ্যাপক ও তাঁর স্ত্রী অনায়াস নিষ্ঠায় সঙ্গীতপ্রেমী ছাত্রছাত্রী ও নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রচার প্রয়াসের চেষ্টা করে চলেছেন।

বিদেশে ভারতীয় সঙ্গীতশিল্পী, বিশেষতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়মিত অনুষ্ঠান নিয়ে আপমর জনসাধারণের ধারণা আমাদের দেশে বেশ অস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকদের ঐকান্তিক ভালোবাসা ও সাহচর্য না পেলে ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুদান ও সমর্থন ছাড়া ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদের জীবন বড়ই দুর্বিসহ হয়ে পড়ত। একটা কথা ভাবি। ভগবান কি সমস্ত মানুষকে শুধু লেখাপড়া শিখে চাকুরীজীবি হওয়ার জন্য জন্ম দেন? রবীন্দ্রনাথ তো পোষাকী ভাষায় "ট্রুয়ান্ট বয়", স্কুলপালানো ছেলে। জন্মগত টান নিয়ে এক সংগীতজ্ঞের বাড়ীতে যে সন্তান জন্মায়, সঙ্গীতের পরিবেশে যার স্বাভাবিক জীবন গড়ে ওঠে, দেশের সরকার ও সাধারণ শ্রোতার সামান্যতম সাহচর্য সে যখন পায় না, শিক্ষিত ডিগ্রি ধারী মানুষ যখন সেই নতুন প্রজন্মের শিল্পী-সন্তানকে কখনই তাঁর কন্যার সুযোগ্য পাত্র মনে করেন না, তখন বিদেশের এই সুশিক্ষিত মানুষের আনুকূল্যেই তার বিশ্বজয় ঘটে। এ কী প্যারাডক্স!!

আসি অবসরের রোমন্থন থেকে আসর-অভিজ্ঞতায়। দ্বৈত বাদন বা যুগলবন্দীর এক আলাদা মজা থাকে। শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা যাঁরা সামান্যও করেছেন, তাঁরা জানেন, আমাদের গানবাজনার সবটাই শাস্ত্রভিত্তিক স্বাধীন সৃষ্টি। যুগলবন্দীর মঞ্চে জয়দীপদা বা আমার বোঝাপড়া মুহূর্তগুলো স্বতঃস্ফূর্ত। কেউ জানে না কার পর কে কোন্ সুরে যাব, ঠিক যেন সুর নিয়ে একটা লোফালুফি হচ্ছে। খেলাটা জমে ওঠে শুভেনদার তবলার বলিষ্ঠ বোলের অনবদ্য সঙ্গতে। শ্রোতার আনন্দ, আমাদের সার্থকতা। বোঝাপড়াটা যে সবসময় ভালো হয় তাও নয়, দুটো মানুষের কথোপকথন; একটা সেতার একটা সরোদ। দুই বন্ধুর মধ্যে মাঝে মাঝে মনোমালিন্য হবেই তো, নইলে জীবনের রঙ্গমঞ্চে জমজমাট নাটক থাকবে কেন। এক দিন হয়ত সেতারের সুর দাঁড়াচ্ছে না, প্রেক্ষাগৃহে বাতানুকূল যন্ত্র বড্ড ঠান্ডা, যন্ত্র যায় চড়ে। মেজাজ যায় থমকে। এমন দোলাচল নিয়েই নিজেকে নিংড়ে সুরের গভীর ডুবে যাওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করি। জয়দীপদা সেই সময়ে বেশ কিছু হাততালি কুড়োলেন। মনে জিদ চাপল। সেতারের কানটা ভালো করে মুচড়ে, দুষ্ট মেয়েকে ধমকে শাসন করে, এক সাপাট তান, তিন সপ্তক জুড়ে। দর্শকের করতালি দ্বিগুণ। না না, জয়দীপদাকে টেক্কা দেওয়া নয়, আসর জমানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, যুগলবন্দীর পরিপূরণের পূর্ণতার স্বাদ নেওয়ার আনন্দ, তাই করতালি। এমনি করেই কখনও মাঝরাত অবধি ড্রাইভ করে বিমানবন্দরে, সেখান থেকে সকালের বিমানে ক্যানসাস্ শহর, সোজা বিমানবন্দর থেকে ক্যানসাসের স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রাণোচ্ছল ছাত্রছাত্রীদের মাঝে যন্ত্র হাতে আমাদের প্রবেশ, সঙ্গীতের আবেশ আর অকুণ্ঠ ভালোবাসা মনে নিয়ে রাত পোহাতেই ভোরের বিমানে অ্যান্টলান্টা হয়ে সাউথ বেন্ড, বা গেইনস্ভিল বা লস্ এঞ্জেলস্

-এর পথে আমরা তিন যাযাবর। পথশ্রম, নিদ্রাহীন রাতের প্রস্তুতি পরের অনুষ্ঠানের, সব ভুলিয়ে দেয় উৎকীর্ণ শ্রোতাদের মুখের পবিত্র হাসি, সে পবিত্র সঙ্গীতসুধার অমৃতস্বাদে। ক্লান্ত বোধ করলেই শুভেনদা বিমানের সিটে পাশে বসে আঙুলে একটা জম্পেশ তেহাই শুনে আমাদের দুজনকে মেলাতে বলতেন, ব্যাস্ মাথায় অঙ্ক কষো, ঘুমে উধাও। কখনও ওই দুতিন ঘন্টা প্লেনের মধ্যেই বেহুঁশ ঘুম হয়ে যেত।

অরিগ্যান স্টেটে পের্টল্যান্ডে মার্কিন সেতারবাদক জন ফিন্‌বার্গের বাড়ীতে বাগানের মাঝে কাঁচের ঘরের মধ্যে আসর বহুদিন মনে রাখার মত। চারিদিকে চোখ তুলে দেখলেই লতা, গুল্ম, গোলাপের নয়নাভিরাম দৃশ্য; তার মাঝে সান্ধ্য অধিবেশন, বৈঠকী পরিবেশ, শ্রোতারা ঘন্টার পর ঘন্টা শোনার জন্য প্রস্তুত। এই পোর্টল্যান্ড থেকে ঘন্টা দেড়েক ড্রাইভ করে অরিগ্যানের বিখ্যাত কলাম্বিয়া নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অভিযান পিপাসুদের ট্রেকিং স্পট। নদীর গভীর ব্যাপ্তি অরণ্যের গভীর স্তব্ধতা,জলপ্রপাতের উচ্ছলতা, পাখীদের কলবর — সবমিলিয়ে প্রকৃতির কোলে শান্ত - সমাহিত অবসরযাপনের সুযোগ। দেশবিদেশের মানুষ জড়ো হয়ে ছবি, ভিডিও তুলে চলেছে নাগাড়ে। প্রাকৃতিক অবিন্যস্ত রূপকে ছবির মত সাজিয়ে রাখার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের ট্যুরিজম-এর তুলনা নেই। বা, বলা যায়, সংরক্ষণের পারিপাট্যের আয়োজন দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নদীর গিরিখাত জুড়ে সার দিয়ে জলপ্রপাতের শোভা, মাল্টনোমা, ওয়াহকীনা, হর্সটেল, ব্রাইডাল ভেল্‌স্, লাট্যুবেল, পনিটেল প্রভৃতি অজস্র জলপ্রপাত ঘিরে সৌন্দর্যায়িত প্রকৃতি নিত্যই অসংখ্য ট্যুরিষ্টের ভ্রমণস্থল।

প্রকৃতির অনুপম সঙ্গ ও সঙ্গীতের রসসুধায় অবিষ্ট হয়ে প্রায় স্বপ্নের মত দিন গড়িয়ে গেল। সুইজারল্যান্ডের সুবিদিত নিসর্গ সৌন্দর্যের পাশে, আল্পসের শ্বেতশুভ্র তুষার রাজের সাথে তুলনায় অরিগ্যান বা ভিক্টোরিয়ার সৌন্দর্য্য হয়ত কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়, তবুও প্রত্যেক দেশে প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র রূপে নিজেকে সজ্জিত করে, তার বৈচিত্র্যে যে অশেষ সম্ভার, রসগ্রাহী মন তাতেই মগ্ন হয়ে থাকতে ভালোবাসে। সঙ্গীত আসরের মঞ্চে যখন শ্রোতাদের সুরের জালে আবদ্ধ করার পেশাদারি দায়িত্ব পড়ে, রসদ যোগায় প্রকৃতির এই সৌন্দর্যবন্ধন।